নারীকণ্ঠ

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের মুখপত্র

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১০

সম্পাদকীয়

প্রতিবছর ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর এই পক্ষকালটি সারা পৃথিবীতে নারী নির্যাতন বিরোধী পক্ষকাল হিসেবে পালিত হয়। এই সময়টি আমাদের রাজ্যেও বিভিন্ন নারী সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করে থাকেন। একটি বিশেষ পক্ষকালকে স্মারক হিসাবে চিহ্নিত করলেও আমরা জানি যে নারী নির্যাতনের বিষয়টি বছরের কোনও একটা বিশেষ সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এর ব্যাপ্তিও সাংঘাতিক। একজন মহিলার শ্রেণি পরিচয় যাই হোক, তার জাত বা সম্প্রদায় যাই হোক তিনি গৃহবধূই হোন আর বৃত্তিজীবীই হোন নির্যাতনের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থেকে কখনোই তার রেহাই নেই। নির্যাতনের এই ব্যাপকতা আমরা যতদূর বুঝতে পারি উঠে আসে মেয়েদের বশংবদ ও নির্ভরশীল সামাজিক ভূমিকা থেকে। তুলনামূলকভাবে সমাজে মেয়েদের কিছুটা হীন চোখে দেখা হয় বলেই তাদের ওপর নির্যাতন করা সহজ। এই নির্ভরশীলতা ও হীনমন্যতা ছোটবেলা থেকে মেয়েদের মানসিক গড়নের মধ্যেও ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের সমাজে গত পঞ্চাশ বা একশো বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মেয়েরা নানা ধরণের অগ্রগতির শরিক হয়েছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও মেয়েদের হীন চোখে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়নি বলেই আজো মেয়েরা নির্যাতিত।

মহিলা কমিশনের অভিজ্ঞতায় নারী নির্যাতনের বহুবিধ চেহারা রয়েছে। তা কেবলমাত্র স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক বা গার্হস্থ্য সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু গার্হস্থ্য নির্যাতন নিয়ে আমাদের বিশেষভাবে চিন্তিত হতে হয় এই কারণেই যে, দীর্ঘদিন পর্যন্ত গার্হস্থ্য সম্পর্কগুলিকে মনে করা হত একান্তে লালন করার জিনিস। তার যে একটা সামাজিক, রাজনৈতিক দিক আছে এটা আমরা অল্প কয়েক বছর হল মেনে নিতে শিখেছি। অথবা হয়তো এখনো সমাজ এটা মেনে নেয়নি, যে কারণে একটি মেয়ে যখন সহ্যের প্রান্তসীমায় এসে ৪৯৮(ক) ধারায় মামলা করেন, তখন একটা ব্যাপক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তার সাক্ষ্যে অবিশ্বাস করার এবং ধরে নেওয়ার যে তিনি বাড়িয়ে বলছেন ৪৯৮(ক) ধারার মামলাগুলি অনেকদিন ধরে এমনকি অনেক বছর ধরে চলে, দন্ডাজ্ঞা কম ক্ষেত্রেই হয়, তবুও এই আইনটি নিয়ে অসন্তোষের সীমা নেই। শুধু গার্হস্থ্য নির্যাতনের ক্ষেত্রেই নয়, দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলে ধর্ষণ সংক্রান্ত আইন বা পাচারবিরোধী আইনেও। এক্ষেত্রে প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন বিচারব্যবস্থার তৎপরতা, প্রয়োজন বিশেষ বেঞ্চ এবং আরো অনেক বেশি সংখ্যায় দায়বদ্ধ আইনজীবী, যাঁরা মেয়েদের আইনি সহায়তা দিতে প্রস্তুত থাকবেন।

প্রাক্ আইনি পরমর্শদান কেন্দ্রের প্রতিবেদন
১লা অক্টোবর ২০১০ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ২০১০

আবেদনকারিণী প্রতিবন্ধী এবং কথা বলতে পারে না। গত ইংরাজী ০৬/০৮/২০০৮ তারিখে মুসলিম শরিয়ত আইন অনুযায়ী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের একটি কন্যা সন্তান আছে। বিবাহের পর থেকেই স্বামী তুচ্ছ কারণে শারিরীক ও মানসিক অত্যাচার করতে থাকেন। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কন্যা সন্তান সহ বাপের বাড়িতে আশ্রয় নেন। স্বামী কোনো খোঁজখবর নেয় না বা খোরপোষ দেয় না। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের নিকট মুচলেখা দেওয়া সত্ত্বেও স্বামী কোন কথাই রাখেন নি। এমতাবস্থায়, সমস্যা সমাধানের আশায় আবেদনকারিণী কমিশনের দ্বারস্থ হলে তাহাকে মাসিক ১৫০০ টাকা দিতে সম্মত হন।

আবেদনকারিণী মুসলিম শরিয়ত আইন অনুযায়ী বিবাহ বন্ধনের আবদ্ধ হন। দীর্ঘ ৯ বছর যাবৎ স্বামীর সাথে সুষ্ঠুভাবে সংসার করেন। তিন সন্তান বর্তমান। হঠাৎই গত ২০০৯ সাল থেকে আবেদনকারিণীর স্বামী অকথ্য অত্যাচার শুরু করেন ও জীবননাসের হুমকি দেন। এরপর তার স্বামী জানান যে তিনি অন্যত্র বিবাহ করবেন। পরদিন গভীর রাতে আবেদনকারিণীকে মুখে কাপড় দিয়ে গলা টিপে খুন করার চেষ্টা করা হয়। তার কন্যা ঘটনাটি দেখতে পাওয়ায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রাণভয়ে তিনি পাশের বাড়িতে আশ্রয় নেন। পরবর্তীতে তাকে মারধোর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তার স্বামী পুনরায় বিবাহ করেছেন। বর্তমানে আবেদনকারিণী সমস্যা সমাধানের আশায় কমিশনের দ্বারস্থ হন। আলোচনাতে অপরপক্ষ এককালীন ৩০ হাজার টাকার বিনিময়ে বিবাহ বিচ্ছেদে সম্মত হন।

আবেদনকারিণী গত বাংলা ১৪০৯ সালে মুসলিম শরিয়ত আইন অনুযায়ী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের সময় যথেষ্ট পণ নেওয়া হয়। বিয়ের কয়েকদিন পর থেকেই পণের জন্য শারিরীক ও মানসিক অত্যাচার শুরু হয়। স্বামী অন্য একটি মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত। তাদের দুটি কন্যা সন্তান রয়েছে। আবেদনকারিণীকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়। স্থানীয় লোকজনদের সহায়তায় সমস্যা কিছুটা মিটলেও কিছুদিন পরে আবেদনকারিণীকে মারধোর করে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে আবেদনকারিণী সমস্যা সমাধানের আশায় কমিশনের দ্বারস্থ হলে আলোচনাতে উভয়ে সংসার করতে সম্মত হন।

ড. মালিনী ভট্টাচার্য *সভানেত্রী*
বি-২/৩, ব্লক-২, ফেজ-১, কে.এম.ডি.এ. আবাসন
৩৯এ, পি.জি.এম. শাহ্ রোড, কলকাতা-৯৫
দূরভাষ : ২৪২২-৪৬৪৬

ড. রমা দাস *সহ-সভানেত্রী*
৯/২এ, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯, দূরভাষ : ২২৪১-৩১১৭

শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি *সদস্য*
৪৮/১০, সুইস পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০৩৩
দূরভাষ : ২৪২৪-৫০৫৪

শ্রীমতী ভগবতী মণ্ডল *সদস্য*
গ্রাম : নং ৬, চরাবিদ্যা
পোঃ অঃ : চরাবিদ্যা, থানা : বাসন্তী
জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগণা
দূরভাষ : ৯৩৩১৯২৪৭৭০

শ্রীমতী সর্বাণী ভট্টাচার্য *সদস্য*
৫০/১, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩১, দূরভাষ : ২৪১৫-৫১১০

শ্রীমতী শ্যামশ্রী দাস *সদস্য*
গ্রাম ও পোঃ অঃ : সুবর্ণপুর
জেলা : নদিয়া-৭৪১ ২৪৯
দূরভাষ : ৯৪৩৩৩৪৮৮৭৫

শ্রীমতী দেবযানী সেনগুপ্ত (দেব) *সদস্য*
এফ-সি ৭১, সল্টলেক সিটি
সেক্টর-৩, কলকাতা-৭০০ ১০৬
দূরভাষ : ২৩৫৫-৪৩০৯/৬৬০০

শ্রীমতী লক্ষ্মী মুর্মু *সদস্য*
গ্রাম : খিরিট্টা
পোঃ অঃ : পোরাই-চাঁচরা, থানা : তপন
জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর

ড. উমা বসু *সদস্য*
২৬সি, ড. বীরেশ গুহ স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরভাষ : ২২৯০-৪৮৩৬

শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্তী *সদস্য*
৬/৮৮, শহিদনগর, কলকাতা-৭০০ ০৭৮
দূরভাষ : ৯৪৩৩৩-৪৮৮৭৫, ২৪১৫-৭৬২৯

শ্রী সমরেন্দ্রনাথ কোলে *সদস্য সচিব*

[মহিলা কমিশনের প্রাক্-আইনি পরামর্শদান সেল সোমবার থেকে শনিবার ১১টা—৫টা খোলা থাকে। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো মহিলা লিখিত আকারে অভিযোগ ও অন্যান্য প্রমাণাদি সহ যোগাযোগ করতে পারেন।]

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন
১০, রেইনি পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন : ২৪৮৬-৫৩২৪/৫৬০৯
ফ্যাক্স : ২৪৮৬-৫৬০৯
ই-মেল : wbcw@vsnl.net
ওয়েবসাইট : www.wbcw.org

জেলা পরিদর্শন

দার্জিলিং

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে সভানেত্রী ড. মালিনী ভট্টাচার্য, সহ-সভানেত্রী ড. রমা দাস, সদস্যা ভগবতী মণ্ডল, শ্রীমতী সর্বাণী ভট্টাচার্য, শ্যামশ্রী দাস, লক্ষ্মী মুর্মু, উমা বসু, শ্যামলী চক্রবর্তী দার্জিলিং জেলা পরিদর্শনে যান। তাঁরা ২৭/১১/১০ তারিখ শিলিগুড়িতে পৌঁছে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে কর্মরত শিশু শ্রমিক ও পাচার হয়ে যাওয়া মেয়েদের নিয়ে কাজ করেন এমন কয়েকটি সংস্থার সঙ্গে দেখা করেন এবং সিনি আশা পরিচালিত মেয়েদের একটি আশ্রয়নিকেতন পরিদর্শন করেন। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনটি আসাম, জলপাইগুড়ি, নেপাল, সিকিম প্রভৃতি জায়গা থেকে মেয়েদের পাচার করে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি মধ্যবর্তী জায়গা। ফলে এখানে এই ধরনের কাজ বিশেষভাবে হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মহিলা কমিশন মনে করে। ২৭ তারিখেই তাঁরা শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং-এ যান এবং সেখানে আদিবাসী ছাত্রীদের একটি হস্টেল, কালিম্পং সাবডিভিশনের সংশোধনাগার এবং সরকারী হাসপাতালের মহিলা ওয়ার্ডগুলি ঘুরে দেখেন। ২৮ তারিখে Glen Foundation-এর স্থাপিত শিশুশ্রমিকদের জন্য একটি আশ্রয়ও দেখতে যান তাঁরা। এরপর ২৯ তারিখে সকালে তারা দার্জিলিং এ যান এবং প্রশাসন এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির সঙ্গে একটি মিটিং করেন। এই মিটিংএ উপস্থিত ছিলেন ADM (G), SP, DSWO, DPO, AIWC ও Voluntary Health Association-এর প্রতিনিধিবৃন্দ এবং CINI ASHA-র প্রতিনিধি। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষে ডেপুটি CMOH এই মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন। মিটিংটিতে পাচার সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে এবং উন্নয়নের বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

হাওড়া বিকি হাকোলা জুনিয়র হাইস্কুলে ছাত্রীদের শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের ঘটনার তদন্ত

গত ১৯/১১/২০১০ তারিখে হাওড়া জেলার পাঁচলা থানার অন্তর্গত বিকি হাকোলার বাসিন্দা শেখ ইকবালের একটি লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ২০/১১/২০১০ তারিখে কমিশনের সভানেত্রী ডঃ মালিনী ভট্টাচার্য এবং সহ সভানেত্রী ডাঃ রমা দাস গণধর্ষণের শিকার হাওড়া জেলার পাঁচলা থানার অন্তর্গত বিকি হাকোলা জুনিয়র হাইস্কুলের ছাত্রী রানু খাতুনকে দেখতে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান।

জানা যায় ঘটনার সূত্রপাত গত ৯ নভেম্বর স্কুলের সামনে বাঁশের বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে। স্কুলের সামনে বেড়া দেওয়ার ফলে স্কুলে যাতায়াতের সমস্যা হওয়ায় প্রধান শিক্ষক মহাশয় পাঁচলা থানার পুলিশকে ডেকে পাঠান বেড়া ভেঙে দেবার জন্য। পুলিশের নির্দেশে স্কুল শিক্ষকও ছাত্রীরা মিলে বেড়াটি ভেঙে দিতে গেলে পুলিশের সামনেই একদল দুষ্কৃতী স্কুল শিক্ষক ও ছাত্রীদের উপর ঝাঁপিড়ে পড়ে, তাদের প্রচণ্ড মারধর করে এবং দশজন মুসলমান ছাত্রীকে মারধোর করে। এরই মধ্যে দুষ্কৃতিরা নবম শ্রেণির ছাত্রী রানু খাতুনকে স্কুলের ভিতর টেনে নিয়ে যায়।

এরপর তাকে কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কমিশন সদস্যরা হাসপাতাল সুপারের সাথে কথা বলে মেয়েটির মেডিকেল রিপোর্টটি কমিশনে পাঠিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানান এবং হাসপাতাল থেকে তাকে ছাড়ার আগে ১৬৪ নং ধারা অনুযায়ী তার জবানবন্দী নেওয়ার কথা বলেন। জেলা পুলিশ দ্বারা তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় এই অনুরোধ সদস্যরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানান। এই ব্যাপারে কমিশনের পক্ষ থেকে ডিস্টিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হাওড়াকে কিছু সুপারিশসহ চিঠি লেখা হয়।

পুষ্পরাগ নিকেতন

রামপুরহাট পুষ্পরাগ নিকেতনে মহিলা কমিশন ইতিপূর্বে একবার গিয়েছিল। একটি নির্যাতিত আদিবাসী মেয়ে সেখানে ছিল। সেই মেয়েটিকে দেখার জন্য কমিশন হোমটি পরিদর্শন করে। গত ১৩ই অক্টোবর কমিশনের সভানেত্রী ডঃ মালিনী ভট্টাচার্য মেয়েটির সাম্প্রতিক অবস্থা ও তার বিষয়ে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানার জন্য আরো একবার পুষ্পরাগ নিকেতনে যান। পরবর্তী সময়ে মেয়েটির গ্রামে গিয়ে তিনি বর্তমান পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করেন।

মেয়েটির সাথে কথা বলে জানা যায় যে সে হোমে খুব ভাল আছে। সেখানে সে পড়াশুনা করছে এবং সেলাইয়ের কিছু কাজও শিখছে। সে ছুটিতে বাড়ী যেতে ইচ্ছুক, তবে ছুটি শেষ হলে আবার হোমে ফিরে আসতে চায়।

বরতলা গ্রামে পঞ্চায়েতপ্রধান এবং মেয়েটির বাবা ও মায়ের সাথে সভানেত্রীর কথা হয়। গ্রামপ্রধান তাঁকে আশ্বাস দেন যে মেয়েটি গ্রামে ফিরে আসলে সে আর কোন বিপদে পড়বে না যদিও ছয়জন যারা এই ঘটনায় ধরা পড়েছিল তারা জামিন পেয়ে গেছে। গ্রামবাসীরা ঘটনাটি সম্পর্কে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। মেয়েটির বাবা-মাও বলেন যে তাদের উপর বাইরে থেকে কোনও চাপ সৃষ্টি বা ভীতি প্রদর্শন করা হয়নি। সভানেত্রী গ্রামপ্রধান ও S.D.O.-কে মেয়েটির নিরাপত্তার ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখার অনুরোধ জানান। S.D.O. জানান এলাকায় উত্তেজনা অনেকটাই কমে এসেছে এবং গ্রামের কিছু ক্রাশার (Crusher) যা গ্রামবাসীদের আয়ের একটি উৎস, সেগুলিরও কয়েকটি পুনরায় খোলা হয়েছে। মহিলারা যারা ক্রাশারে কাজ করতে যান তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারেও নজর দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে গ্রামের মহিলারা National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS)-এর প্রতি বেশী পরিমাণে আকৃষ্ট হচ্ছেন। NREG Scheme-এর অন্তর্ভুক্ত কাজগুলিতে মেয়েদের যাতে অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যায় সেই ব্যাপারে কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যাতে করে মেয়েদের ক্রাশারে যাওয়ার পাশাপাশি একটি বিকল্প জীবিকার পথ খোলা থাকে। তাই এই স্কীমটি (NREGS) সত্বর গ্রামে চালু করার ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। গ্রামের বন্ধ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটিও পুনরায় খোলার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানা যায়।

একটি মুক ও বধির মেয়ের স্কুলে ভর্ত্তির ব্যাপারে মহিলা কমিশনের উদ্যোগ

২৪/১১ তারিখে কমিশনে আসে অ্যাগনেসের মা এবং অ্যাগনেস। অ্যাগনেসকে কমিশনের পক্ষ থেকে কলকাতা ও বধির স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়। কমিশন সদস্যা ডঃ উমা বসু ও সদস্যা শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্ত্তীর উপস্থিতিতে অ্যাগনেস গ্যাচিয়ারকে মুক ও বধির স্কুলে ভর্ত্তি করা হয়। সেখানে আপাতত অ্যাগনেস হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করছে। কমিশনের পক্ষ থেকে অ্যাগনেসকে পড়াশোনার খরচ বহন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মহিলা কমিশন আয়োজিত আলোচনাসভা/কর্মশালা

সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরে মেয়েদের অগ্রগতির জন্য নানা প্রকল্প ও তার রূপায়ণ

গত ২ ডিসেম্বর, ২০১০ পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদে সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তর ও মহিলা কমিশনের যৌথ উদ্যোগে 'সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের কর্মসূচি ও তার রূপায়ণ' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই আলোচনা সভা উদ্বোধন করেন রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের সভাপতি মাননীয় ডঃ সাজ্জাদ আধনান। সভায় উপস্থিত ছিলেন মহিলা কমিশনের সভানেত্রী মালিনী ভট্টাচার্য, সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিত্ত নিগমের সভাপতি শ্রীমহম্মদ সেলিম, মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সচিব শ্রী জুনুস সালাম, সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের এম ডি শ্রী জাভেদ আখতার, সংখ্যালঘু কমিশনের সদস্যা ডঃ বিলকিস্ বেগম। উর্দু আকাদেমির সভানেত্রী ডঃ শাহ্নাজ নবী, মহিলা কমিশনের সহ সভানেত্রী ডঃ রমা দাস ও অন্য সদস্যরা। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের কাছে প্রতিদিন বহু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলা, বিশেষত মুসলিম সম্প্রদায়ের মহিলা, তাঁদের নানা সমস্যা নিয়ে আসেন। এ রাজ্যে সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরে কিছু নিজস্ব কর্মসূচি ও প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও এগুলি সম্বন্ধে অবহিত না হবার ফলে অনেক মহিলা এইগুলির সুযোগ নিতে পারেন না। অনেক সময় জেলা ও ব্লকস্তরে রূপায়ণে জটিলতা ও দুর্বলতা থাকার ফলে যাঁদের প্রয়োজন তাঁদের কাছে এইগুলি পৌছায় না। বিশেষ করে অত্যন্ত গরিব মুসলিম মহিলাদের অনেকেই রয়েছেন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে। পণপ্রথা থেকে বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা সব বিষয়েই তাদের উপকারের জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে সুপারিশ করা হয়। কিন্তু আরো ভালোভাবে তাদের জন্য কিছু করতে গেলে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি তাদের কাছে পৌছানো দরকার।

মহম্মদ সেলিম বিত্ত নিগম ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু মেয়েদের মধ্যে কাজের অগ্রগতির খতিয়ান দেন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের প্রতিটি রাজ্যই বছরে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা করে বৃত্তি অনুদান পেয়ে থাকে। ওই সব রাজ্যে সাফল্যের হার ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ। আর এ রাজ্যে ১৪০ শতাংশ। মোট বৃত্তি অনুদানের ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ মহিলারাই পেয়েছেন। মোট ১৪০ কোটি টাকার মধ্যে মহিলারা পেয়েছেন ৫৯ শতাংশ। আবার গত দশ বছরে মুসলিম মহিলারা ঋণ হিসেবে পেয়েছেন প্রায় ১২.২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। উপকৃত ৭৩ লক্ষ ৫৮৩ জন মহিলা। তিনি বলেন, এম এস ডি পি প্রকল্পে কিছু কিছু কাজ হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে আরো অর্থের প্রয়োজন। তার সামান্যই আসছে কেন্দ্রের থেকে। আমাদের রাজ্যে মুসলিম মহিলাদের জন্য বহু প্রকল্প রয়েছে। মহিলারা আরো নতুন নতুন কী চান তা আমাদের জেনে নিয়ে কাজে এগোতে হবে। এছাড়া এ রাজ্যে রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হতে চলেছে।

ডাঃ সাজ্জাদ আদনান বেগম রোকেয়ার উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, তাঁর পথ অনুসরণ করে এখন অনেকটাই এগিয়েছে মেয়েরা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন সাহায্য আসছে তাদের জন্য। শিক্ষা থেকে কর্মসংস্থান সব ক্ষেত্রেই উন্নতির সোপানে পা রেখেছেন মেয়েরা। তবু নানা অত্যাচার এবং বাল্যবিবাহ জনিত সমস্যা রয়ে গেছে।

এদিনের সভায় নারী সমস্যার বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরেন মহিলা কমিশনের সদস্যরা। বিত্ত নিগমের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি নিয়ে আলোচনা করেন শ্রী জাভেদ আখতারসহ অন্যান্য আধিকারিকরা। তারা বলেন, ১৯টি জেলায় ৯৯৭টি সংখ্যালঘু মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ২০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও মালদহে নিঃসহায় মহিলাদের পুনর্বাসন কর্মসূচী চালু হয়েছে। বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলাদের বাসগৃহ নির্মাণ ও প্রশিক্ষণের জন্য চলতি আর্থিক বছরে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ১০ জেলায় ১০টি ছাত্রী আবাস গড়ে তোলা হয়েছে। এজন্যে এ বছর ১০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এবার বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাগুলি রাজ্য জুড়ে আরো ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মহিলা কমিশনের মানবিক উদ্যোগ

অপরাজিতা ঘোষ ওরফে খুকু ঘোষ নামে এক ৬৮ বছর বয়সী এক শিক্ষিতা বৃদ্ধা, গত দেড় বছর ধরে দেশপ্রিয় পার্কের ফুটপাথই ছিল যাঁর আশ্রয়, তাঁকে সেই ফুটপাথের অনিশ্চিত জীবন থেকে উদ্ধার করেন পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের সদস্যরা। মহিলা কমিশনের মধ্যস্থতায় তাঁর আপৎকালীন প্রথমে ঠাঁই হয় বারুইপুরের গোবিন্দপুরে 'আপনজন' হোমে, বর্তমানে সমাজকল্যাণ দফতরের অধীনে সরকারী হোমই তাঁর স্থায়ী বাসস্থান। 'প্রান্তকথা' নামে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি মারফত খবরটা পৌঁছেছিল রাজ্য মহিলা কমিশনের কাছে। প্রায়ই অর্ধাহার, স্বল্পাহারে শীর্ণ শরীরেও এতদিন এলাকার বাচ্চাদের বাংলা ও ইংরাজি পড়ানোর চেষ্টা করেছেন, গল্প শুনিয়েছেন। বাসন্তী দেবী কলেজ থেকে ১৯৬৬ সালে গ্রাজুয়েশন এবং পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ. পাস। বাবা ছিলেন একটি ওষুধ সংস্থার কেমিস্ট। বছর ছয়েক আগে মা ক্যানসারে ভুগে মারা যাওয়ার পর তাঁর পরিবার বলতে যা বোঝায় তা সবটাই শেষ হয়ে যায়। সঞ্চয় যা ছিল, তার সবটাই মায়ের চিকিৎসায় খরচ হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাঁর আশ্রয় হয় ফুটপাথ। এই ধরনের মহিলাদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে দিতে মহিলা কমিশন সবসময়ই যথেষ্ট উদ্যোগী। অপরাজিতা দেবীকে উদ্ধার করাটা অবশ্যই মহিলা কমিশনের কাছে এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। আশা করি ভবিষ্যতে এই ধরনের খবর আমাদের কাছে পৌঁছালেও আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নেব।

মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারে বিষয়ভিত্তিক বইয়ের তালিকা
এবারের বিষয় ঃ পঞ্চায়েত

Women and Food Security : Role of Panchayats by Pradeep Chaturvedi, Delhi : Concept, 2002. 1 **Women in Panchayati Raj Institutions by Amal Mondal,** Delhi : Kanishka, 2003. 1 **Voices From Below : Summany Proceedings of Sub-Regional Workshops on Panchayats : Issues and Recommendations** Delhi : Rajiv Gandhi Foundation, 1997. 1 **গ্রামীণ স্বাস্থ্য সহায়িকা ঃ পঞ্চায়েত সদস্যদের জন্য,** গর্ভনমেন্ট অফ ইন্ডিয়া : অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেল্‌থ, ২০০৩. 1 **জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে জনসাধারণের উদ্যোগ ও পঞ্চায়েতের ভূমিকা (প্রথম ভাগ),** পশ্চিমবঙ্গ সরকার : পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ 1 **নারী ও শিশু উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত,** পশ্চিমবঙ্গ সরকার : রাজ্য গ্রামোন্নয়ন সংস্থা 1 **সকলের জন্য শিক্ষা ও পঞ্চায়েতের ভূমিকা,** পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, ২০০৩. 1 **স্থায়ী সমিতি : পঞ্চায়েত সমিতি,** পশ্চিমবঙ্গ সরকার : রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, ২০০৩. 1 **গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়িকা,** পশ্চিমবঙ্গ সরকার : রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, ২০০৫.

মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারে বিক্রয়ের জন্য মহিলা কমিশনের বিভিন্ন প্রকাশনার তালিকা

মেয়েদের চোখে আইন ও আইনের চোখে মেয়েরা, *সম্পাদক,* যশোধরা বাগচী ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন,* মূল্য ৩০। **ধর্ষণ ও আইন,** মালিনী ভট্টাচার্য ও স্মিতা খাটোর, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন,* মূল্য ২০। **আইনি অধিকার জানুন-১ ঃ পণ দেব না পণ নেব না (পণপ্রথা নিরোধক আইন),** ভারতী মুৎসুদ্দি, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস,* মূল্য ২০। **আইনি অধিকার জানুন-২ ঃ ছেলে কি মেয়ে ? (ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়বিরোধী আইন),** মালিনী ভট্টাচার্য, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস,* মূল্য ২৫। **শিশুকন্যা ঃ এই সময়ে এই মুহূর্তে সমস্যা ও সহায়,** গৈরিকা ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস,* মূল্য ৫০। **পশ্চিমবঙ্গে নারী ও শিশু পাচার ঃ একটি সমীক্ষাভিত্তিক পর্যালোচনা,** সর্বাণী ভট্টাচার্য, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস,* মূল্য ৪০। **জাগো নারী গ্রাম জাগাও,** *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন।* **পথে বিপদে ঃ মেয়েদের নিরাপত্তা,** ভাস্বতী চক্রবর্তী, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও এবং আলাপ,* মূল্য ৬০। **West Bengal Commission for Women : 2001-07,** Sharmistha Dutta gupta, *ed., West Bengal Commission for Women,* Rs. 50/- **In Radha's Name : Widows and Other Women in Brindaban,** Malini Bhattacharya, *Tulika Books + West Bengal Commission for Women,* Rs. 200/-

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষে মালিনী ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও অক্ষর লেজার, ২ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।

পশ্চিম মেদিনীপুরে মাওবাদী অত্যাচারের শিকার মহিলাদের বিষয়ে তদন্তে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন

পশ্চিম মেদিনীপুরের মহিলাদের উপর মাওবাদী অত্যাচারের তদন্তে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের সদস্যদের একটি দল গত ৮/১০/১০ এবং ৯/১০/১০ তারিখে পশ্চিম মেদিনীপুর যান। সদস্যদের ঐ দলে ছিলেন কমিশনের সভানেত্রী ডঃ মালিনী ভট্টাচার্য, সহ-সভানেত্রী ডাঃ রমা দাস, সদস্য শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি, ডঃ উমা বসু, ডঃ দেবযানী সেনগুপ্ত (দেব) এবং শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্তী।

সেখানে মেদিনীপুর সার্কিট হাউসে মাওবাদীদের গুলিতে নিহত গোপীবল্লভপুরের জনপ্রিয় লোকশিল্পী নীলমণি টুডু, শালবনীর অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ছবিরাণি মাহাতো এবং মেদিনীপুর কোতোয়ালির খুকুমণি মাহাতোর আত্মীয়দের সাথে কথা বলেন। নীলমণি টুডুর স্বামী ফুলুরাম টুডু জানান গত ১৪/৭/১০ তারিখ রাতে যখন নীলমণি ও ফুলুরাম বাড়ির সামনে বসেছিলেন সেইসময় হঠাৎ ১০-১২ জন লোক এসে ফুলমণিকে টানতে টানতে নিয়ে যায় এবং পরদিন অর্থাৎ ১৫/৭/১০ এ বাড়ি থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে নীলমণিকে মৃত অবস্থায় ফেলে রেখে যায়, পাশে মাওবাদীদের একটি পোস্টার ও গেঁথে রেখে যায়। শিখা মাহাতো এবং দেবাশিষ মাহাতো, নিহত ছবিরানি মাহাতোর ছেলেমেয়ের সাথে কথা বলে জানা যায় CPI(M) এর সক্রিয় কর্মী হওয়ায় মাওবাদীদের হাতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ছবি মাহাতোর প্রাণ যায়। খুকুমণি মাহাতোর আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে মাওবাদী ও সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ চলাকালীন খুকুমণি মাহাতো গুলিতে নিহত হন তবে গুলিটি মাওবাদী অথবা পুলিশ কার ? তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

সেদিন সার্কিট হাউসে আত্মসমর্পণকারী শোভা মাণ্ডিকেও আনা হয়েছিল। ২০ বছর বয়সী শোভা মাওবাদী দলে যোগ দিয়েছিল কিন্তু ক্রমে সে জানতে পারে যে মাওবাদীদের আসলে কোন লক্ষ্য বা সৎ উদ্দেশ্য নেই। তারা গ্রামের মেয়েদের বিশেষ করে যুবতীদের যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা একদমই ভাল নয়, তাদের ভাল রোজগারের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে দলে টেনে নেয় এবং আর গ্রামে ফিরে আসতে দেয় না, সেখানে মেয়েদের পরাধীন জীবন যাপন করতে হয়, এমনকি যৌন হেনস্থার শিকারও তাদের হতে হয়, ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনেও তাদের বাধ্য করা হয়। এই মেয়েরা কোনওদিনও দল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে না। শোভা মাণ্ডি কোনওরকমে পালিয়ে এসেছে। কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় তাকে রাখা হয়েছে। বর্তমানে শোভা কম্পিউটারে প্রশিক্ষণ নিতে চায়। তার যাতে প্রকৃত পুনর্বাসন হয় সেই ব্যাপারে। সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কমিশন সদস্যরা জেলা প্রশাসনকে অনুরোধ জানান।

কমিশন সদস্যরা মেদিনীপুর টাউন ও শালবনির দুটি শিবির সেখানে মাওবাদীদের অত্যাচারে গৃহহারা প্রচুর মহিলা, শিশু ও পুরুষ একবছর বা তারও বেশি সময় ধরে পড়ে রয়েছেন তাদেরও দেখতে যান। সদস্যরা জানতে পারেন, এইসব শিবিরে জেলা প্রশাসনের কোন লোকজন নেই অর্থাৎ শিবিরগুলির কোন Official Status নেই। যে ন্যূনতম সাহায্যটুকু যেমন রোজকার খাবার ও পরিধান, যা তারা পাচ্ছেন তার সবটাই এলাকার সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের সংগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এখনও পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে তাদের কোন ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়নি। শালবনীর অল্প কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে স্থানীয় শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি করানো হয়েছে। কিন্তু উঁচু ক্লাসে পড়া অন্যান্য ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তারা জানে না তাদের ভবিষ্যৎ কী।

মাওবাদীদের গুলিতে নিহত আত্মীয়দের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা এবং শিবিরে থাকা সর্বস্ব খোয়ানো গ্রামবাসীদের কিছু ভাতার ব্যবস্থা এবং পুনরায় গ্রামে ফিরিয়ে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা সহ মাওবাদী দলে থাকা যেসব মহিলা গ্রামে ফিরে আসতে চায় তাদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কিছু সুপারিশ করে জেলা প্রশাসন তথা সরকারের কাছে কমিশনের তরফ থেকে পাঠানো হয়েছে এবং এই ব্যাপারে সত্বর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়।

গার্হস্থ্য আইন : জেলা কর্মশালা/মহকুমা স্তরের কর্মশালা/ব্লক স্তরের কর্মশালা

গার্হস্থ্য আইন ঃ জেলা কর্মশালা ৯/১০/১০ পূর্ব মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমা স্তরে যেসব কর্মশালাগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলি হল—১৫/৯/১০ তারিখে নদিয়া জেলার তেহট্ট মহকুমায়, ৮/১০/১০ তারিখে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় বজবজ মহকুমায়, ৩০/১০/১০ তারিখে পশ্চিম মেদিনীপুরের সদর মহকুমায়, ১/১১/১০ তারিখে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমায়, ১২/১১/১০ তারিখে পূর্ব মেদিনীপুরে তমলুক মহকুমার কোলাঘাটে, ১৩/১১/১০ তারিখে পূর্ব মেদিনীপুরে হলদিয়া মহকুমায়, ১৫/১১/১০ তরিখে পুরুলিয়ার রঘুনমাথ পুর মহকুমায়, ১৬/১১/১০ তারিখে পুরুলিয়ার ঝালদা মহকুমায়, ২৪/১১/১০ তারিখে পূর্ব মেদিনীপুরের কন্টাই মহকুমায়, ২৫/১১/১০ তারিখে পূর্ব মেদিনীপুরে এগরা মহকুমায়, ২৭/১/১০ তারিখে পশ্চিম মেদিনীপুরে খড়্গপুর মহকুমায় ৩/১২/১০ তারিখে পুরুলিয়া জেলার আরশা ব্লকে, ৪/১২/১০ পুরুলিয়া জেলার সদর মহকুমায়, ১০/১২/১০ তারিখে নদীয়া জেলার কল্যাণী মহকুমায়, ১১/১২/১০ তারিখে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় দক্ষিণ বারাসাতে, ২১/১২/১০ তারিখে দক্ষিণ ২৪ পরগণার চৌবাগায় এবং ২৭/১২/১০ তরিখে নদিয়া জেলার রাণাঘাটে গার্হস্থ্য আইন ঃ মহকুমা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

সব কটি আলোচনায় সুরক্ষা আইনের বিশ্লেষণমূলক বিবরণ ছাড়াও এই আইনটির সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং সেক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব নিয়ে ও বিস্তারিত আদান প্রদান হয়।

গত ২০ জুলাই, ২০১০ তারিখে কমিশনের সভাগৃহে পশ্চিমবঙ্গের জেলা হাসপাতালগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত মহিলাদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত একটি আলোচনা সংগঠিত হয়। এই আলোচনার জের ধরে গত ৪ নভেম্বর ২০১০ হাওড়া জেলা শাসকের জন্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। হাওড়া জেলা হাসপাতালে যেসব পরিত্যক্ত মহিলা রোগী দীর্ঘদিন ধরে রয়েছেন এবং যাদের হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে তাদের চিহ্নিত করা হবে এবং তারপর রোগীদের নামের তালিকা প্রস্তুত করে সমাজ কল্যাণ দপ্তরে পাঠানো হবে যাতে তাদের স্বাধান হোম বা বৃদ্ধাবাসে পুনর্বাসনের জন্য পাঠানো যায়। ইতিমধ্যে সমস্ত রোগীগের বিস্তারিত কেস স্টাডি প্রস্তুতের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং যেসব রোগীকে স্বাধান হোমে যাওয়ার উপযুক্ত তাদের সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। মালি পুকুর সমাজ উন্নয়ন সমিতি পরিচালিত স্বাধান হোমে একটি মাত্রা ফাঁকা জায়গা (vacancy) আছে। হাওড়ার জেলশাসক একজন MR. inmate-তে ঐ হোমে বদলি করবেন।